যুগান্তর

তারিখ ....01 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষকের বেতন আটকে রাখায় নেত্রকোনা জেলা শিক্ষা অফিসের মালামাল ক্রোক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

মদন উপজেলার গোবিন্দশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা বেআইনিভাবে আটকে রাখায় জেলা জজ আদালতের এক আদেশে নেত্রকোনা পুলিশ জেলা শিক্ষা অফিসের চেয়ার-টেবিলসহ যাবতীয় অস্থাবর মালামাল ক্রোক করে। সূত্র মতে, জেলা গোবিন্দশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিনের বেতন-ভাতার নির্ধারিত স্কেল প্রদান না করে তা আটকে রাখায় ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সহকারী জজ আদালতে প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসারসহ ৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণের পর ১৯৯৮ সালের ৩০ অক্টোবর ও '৯৯ সালের ৭ জানুয়ারির এক রায়ে প্রধান শিক্ষকের স্কেলসহ সব বেতন-ভাতা পরিশোধের নির্দেশ দেন। জেলা শিক্ষা অফিসারসহ অন্য আসামিরা তখন এই রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ জেলা জজ নিম্নআদালতের রায় বহাল রেখে আপিল না মঞ্জুর করেন এবং মামলার নথি নিম্নআদালতে প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। সহকারী জজ আদালত রায় ও ডিক্রির দাবিকৃত ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৫২ দশমিক ৪০ টাকা আদায়ের জন্য ২০০১ সালে ২ নং অন্য ডিক্রি জারি মামলা মূলে ২৬ জানুয়ারি জেলা শিক্ষা অফিসের চেয়ার-টেবিলসহ তার অফিসের যাবতীয় অস্থাবর মালামাল ক্রোক করা হয়। এসব মালামাল জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যালয়ের সহকারী ফজলুর রহমানের জিম্মায় রাখা হয়। উল্লেখ্য, বাদী প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিনের প্রাপ্য বেতন-ভাতা আদায়ের জন্য এই মালামাল ক্রোক করা হয়েছে।